

7889 - নবজাতকরে অভ্যর্থনায় ইসলামী কার্যাবলি

প্রশ্ন

একদনি বা দুই দনি পরে যে নতুন সন্তান আসতে যাচ্ছে তার অভ্যর্থনার জন্য আমার করণীয় কী? আমার কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত? আমার জন্য অনুসরণীয় কোনও সুন্নাহ আছে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনার নতুন সন্তানে বরকত দান করেন এবং তাকে নেককার মুতাকীদরে অন্তর্ভুক্ত করেন; যাতে করে সে আপনার নকে আমলরে পাল্লায় স্থান লাভ করে। কোনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আদম সন্তান মারা গেলে তার সকল আমল থমে যায় কেবল তিনটি ছাড়া: সদকায়ে জারিয়া (প্রবহমান দান), এমন জ্ঞান যা উপকারী এবং এমন নকে সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।” [হাদীসটি মুসলিমি (১৬৩১) বর্ণনা করেন]

দুই:

আমাদের জানামতে নবজাতকরে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুতি হিসেবে তার জন্মের এক বা দুই দনি আগে কথিবা তার চয়ে কেম-বশে দিনে করণীয় কোনও শরয়ি আমল নহে; কেবল সাধারণ কল্যাণকর দোয়াগুলো ছাড়া। যমেন: নবজাতকরে নরিপত্তা, সুস্থতা, হদোয়াত প্রভৃতির জন্য দোয়া করা। আল্লাহ তাআলা তার কতিবে নেককার নারী ইমরানরে স্ত্রীর দোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। ইমরানরে স্ত্রী দোয়া করেছিলেন:

إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36)

“স্মরণ করো, যখন ইমরানরে স্ত্রী বলল: ‘হে আমার প্রভু! আমার পটে যে সন্তান রয়েছে তাকে আমি একান্তভাবে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে গ্রহণ করো। নশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।”

তারপর যখন তিনি তাকে প্রসব করলেন তখন বললেন: ‘হে আমার প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করছি’ – সে যা প্রসব করেছে তা তো আল্লাহই ভালো জানেন – ‘পুরুষ তো নারীর মতো নয়, আমি তার নাম দিয়েছি মারিয়ম, আর আমি তাকে



ও তার সন্তান-সন্ততকি অভিশপ্ত শয়তানরে প্রভাব থেকে (রক্ষার জন্য) আপনার হফোজতে দিচ্ছি।”[সূরা আলে-ইমরান: ৩৫-৩৬]

সন্তান আগমনের দনি এবং তার পরবর্তী দনিগুলোতে আপনার করণীয় সম্পর্কে নমিনে উল্লখে করা হলো:

ক. নবজাতককে তাহনকি করানো এবং তার জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব।

আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ‘আমার একটি ছিলে সন্তান জন্ম নলি আমিতাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসলাম। তনিতার নাম দলিনে ‘ইবরাহীম’ এবং তাকে ‘তাহনকি’ (খজুর চবিয়ে তার মুখে দলিনে) করালনে, তার বরকতরে জন্য দোয়া করে দলিনে এবং আমার কাছে তাকে ফরিয়ে দলিনে।’[হাদীসটি বুখারী (৫১৫০) ও মুসলমি (২১৪৫) বর্ণনা করেন]

তাহনকি হচ্ছে শিশু জন্মের পর তার মুখে খজুর অথবা মধুর মতো মষিটিকিছু প্রদান করা।

খ. জন্মের প্রথম অথবা সপ্তম দনি সন্তানরে নাম রাখা জায়যে।

- আনাস ইবনে মালকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘আজ রাত আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করছে। আমি আমার পতি ইব্রাহীমরে নামে তার নাম রেখেছি ‘ইব্রাহীম’।...’ [হাদীসটি মুসলমি (৩১২৬) বর্ণনা করেন]

- আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হোসাইনরে জন্য সপ্তম দনি আকীকা করছেন এবং তাদের নাম রেখেছেন।[হাদীসটি ইবনে হব্বান (১২/১২৭) ও হাকমে (৪/২৬৪) বর্ণনা করেন। হাফযে ইবনে হাজার রাহমাহুল্লাহ ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৯/৫৮৯) হাদীসটিকে সহহি বলে গণ্য করছেন]

গ. আকীকা ও খতনা

১. সালমান ইবনে আমরে রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যকে শশির পক্ষই আকীকা করা দরকার। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহতি কর (পশু যবহে কর) এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (যমেন: চুল) দূর কর।”[হাদীসটি তিরমযী (১৫১৫), নাসাঈ (৪২১৪), আবু দাউদ (২৮৩৯) ও ইবনে মাজাহ (৩১৬৪) বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসকে শাইখ আলবানী ‘ইরওয়াউল গালীল’ গ্রন্থে (৪/৩৯৬) সহহি বলে গণ্য করেন]

২. সামুরা ইবনে জুন্দুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “সকল শশুই তার আকীকার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) অবস্থায় থাকে। জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দনি তার পক্ষ যবহে করতে হয়, তার নাম রাখতে হয় এবং তার মাথার চুল কামিয়ে ফলেতে হয়।”[হাদীসটি তিরমযী (১৫২২), নাসাঈ (৪২২০) ও আবু দাউদ (২৮৩৮)]



বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী ‘ইরওয়াউল গালীল’ গ্রন্থে (৪/৩৮৫) হাদীসটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

ইমাম ইবনুল কাইয়মি রাহমাহুল্লাহ যা বলছেন তার সারকথা হলো:

আকীকার অন্যতম ফায়দা হচ্ছে এটি এমন একটি কুরবানী, যার মাধ্যমে নবজাতক শিশুকে এই দুনিয়ায় আগমনের পর পরই আল্লাহর সান্নিধ্য আনা হয়।

এর অন্যতম ফায়দা হচ্ছে এটি নবজাতকের জন্য একটি মুক্তপিণ। শিশুর আকীকা তার জন্য মুক্তপিণস্বরূপ, যাতে সে তার পতি-মাতার জন্য সুপারিশ করতে পারে।

এর আরও একটি ফায়দা হচ্ছে এটি একটি কুরবানী, যার মাধ্যমে নবজাতকের মুক্তপিণ প্রদান করা হয়, যমেন আল্লাহ ইসমাইল আলাইহিসি সালামকে একটি ভেড়ার মাধ্যমে মুক্তপিণ দিচ্ছেলিনে। [তুহফাতুল মাউলুদ (পৃ. ৬৯)]

সম্ভবতঃ আকীকার অন্যতম আরকেটি উপকারিতা হলো ওলীমায় আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব জমায়তে হওয়া।

গ. অন্যদিকে খতনা স্বভাবজাত সুন্নাহর অন্তর্গত। এটি শিশুর জন্য একটি ওয়াজবি আমল। কেননা এটি পবিত্রতার সাথে জড়িত; যা নামাজ বশিদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: ‘পাঁচটি কাজ সহজাত সুন্নতরে অন্তর্ভুক্ত: খতনা করা, লজ্জাস্থানে আশপোশরে চুল কামানো, বগলের নচিরে চুল উপড়ে ফেলা, নখ কাটা এবং মোচ খাট করা।’ [হাদীসটি বুখারী (৫৫৫০) ও মুসলমি (২৫৭) বর্ণনা করেন]

তনি:

আলমেরা নবজাতক সংক্রান্ত সুন্নাহর মাঝে ডান কানে আযান দওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে থাকেন। ফলে সে দুনিয়াতে আসার পরে সর্বপ্রথম তাওহীদে বাণী শুনতে থাকবে। এই কাজটির বপুল ও বরকতময় প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে বাম কানে ইকামত দওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। [দখুন: আস-সলিসলিতুদ দঈফা: (১/৪৯১)]

চার:

শিশুর মাথা মুণ্ডন করা ও জাফরান দিয়ে মাথায় তলে মালিশি করার ডাক্তারি উপকারিতা প্রমাণিত। এরপর চুলের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ অথবা রৌপ্য দান করতে হবে। এক্ষেত্রে মুণ্ডনকৃত চুল পরিমাপ করা শর্ত নয়। যদি এই কাজটি করা কঠিন হয়ে যায় তাহলে মুণ্ডনকৃত চুলের অনুমতি একটি পরিমাণ ধরে সে পরিমাণ স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের মূল্য মুদ্রায় নর্ধারণ করে কল্যাণকর খাতে দান করতে হবে।



আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ও আমাদের সন্তানদেরকে সকল প্রকার অপছন্দনীয় বিষয় থেকে রক্ষা করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদে উপর আল্লাহর দরূদ অবতীর্ণ হোক।